

■■ মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৬৪২

পর্ব-৪: সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ ৪. প্রথম অনুচ্ছেদ - আযান

بَابُ الْأَذَانِ

আরবী

وَعَن أَبِي مَحْذُورَة قَالَ: أَلْقَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ: قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. ثُمَّ تَعُودَ فَتَقُولَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْ مُكَمَّدًا مُسُلِمٌ مُسُلِمٌ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَيَ عَلَى الْفَلَاحِ مَيَ عَلَى الْفَلَاحِ مَيَ عَلَى الْفَلَاحِ مَيَ عَلَى الْفَلَاحِ مَا اللَّهُ أَكْبُرُ لَا إِلَهَ إِلَهُ إِلَا اللَّهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

বাংলা

৬৪২-[২] আবৃ মাহযূরাহ্ (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রস্লুল্লাহ সাল্লালান্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আমাকে 'আযান' শিখিয়েছেন। তিনি আযানে বললেন, বলােঃ (১) আল্লা-হু আকবার, (২) আল্লা-হু আকবার, (৩) আল্লা-হু আকবার, (৪) আল্লা-হু আকবার; (১) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, (২) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, (১) আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রস্লুল্ল-হ, তারপর (তিনি) বললেন, তুমি আবার বলাে, (১) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, (২) আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, (১) আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রস্লুল্ল-হ, (১) আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রস্লুল্ল-হ, (১) হাইয়া়া 'আলাস্ সলা-হ, (২) হাইয়া়া 'আলাল ফালা-হ, (২) হাইয়া়া 'আলাল ফালা-হ, (২) আল্লা-হু আকবার, (২) আল্লা-হু আকবার। লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ। (মুসলিম)[1]

ফটনোট

[1] সহীহ: মুসলিম ৩৭৯, আবূ দাউদ ৫০৩, নাসায়ী ৬৩২, ইবনু মাজাহ্ ৭০৮।

ব্যাখ্যা



ব্যাখ্যা: (أَثُمَّ تَعُودُ فَتَقُولُ) "তারপর তুমি আবার বলবে।" অর্থাৎ- "আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ" (দু'বার) ও "আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার্ রসূলুল্ল-হ" (দু'বার) নীচু আওয়াজে বলার পর পুনরায় উভয় বাক্য উচ্চৈঃস্বরে দু'বার করে বলবে। একে তারজী বলা হয়।

'আল্লামা নাবাবী বলেনঃ আবূ মাহযূরাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি ইমাম মালিক, ইমাম শাফি 'ঈ এবং জমহূর 'আলিমদের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট দলীল যে, আযানের মধ্যে তারজী' সাব্যস্ত আছে এবং তা শারী 'আতের বিধান। ইমাম আবূ হানীফাহ্ এবং কুফাবাসীগণ বলেন যে, আযানে তারজী' নেই। কেননা 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ-এর হাদীসে তারজী'-এর উল্লেখ নেই।

জমহূর 'উলামাহগণের দলীল আবৃ মাহযূরাহ্ কর্তৃক বর্ণিত সহীহ হাদীস। আবৃ মাহযূরাহ্ বর্ণিত হাদীসে এ বিষয়টি অতিরিক্ত রয়েছে যা 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়দ-এর হাদীসে নেই। আর দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিষয় অগ্রগণ্য। তাছাড়া আবৃ মাহযূরাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে সর্বশেষ বর্ণনা। কেননা তা হিজরী ৮ম সালের হুনায়নের যুদ্ধের পরের ঘটনা। তাছাড়া মক্কা ও মদীনাবাসীর 'আমলও আবৃ মাহযূরাহ (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসের উপর।

'আল্লামা সিন্দী ইবনু মাজাহ্-এর হাশিয়াতে (نَمْ قَالَ لَيُ الْرَجِعُ فَمَدُ مِنْ صَوْتَكُ) "তুমি পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে বলো" এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেনঃ এটা সুস্পষ্ট যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবৃ মাহযূরাহকে তারজী' আযান দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তাদের সে সমস্ত ধারণাপ্রসূত বক্তব্য প্রত্যাখ্যাত যারা বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তা শিক্ষা দেয়ার জন্য পুনরায় বলেছিলেন। আর তিনি তা তারজী' মনে করেছেন। আর বিলাল (রাঃ)-এর আযান তারজী' ব্যতীত সাব্যস্ত আছে। অতএব তারজী'সহ ও তারজী'বিহীন উভয় ধরনের আযানই বৈধ তথা সুন্নাত।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন